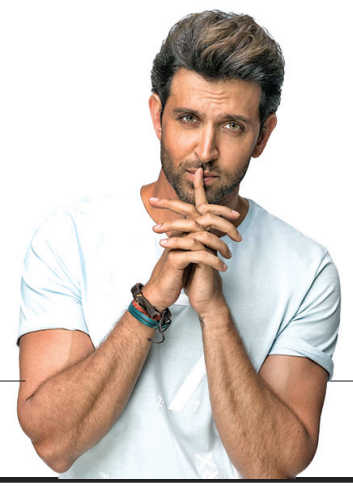

সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in
২ ফাল্গুন ১৪৩০
৪.০০ টাকা
বড়জোড়া সংস্করণ বৃহস্পতিবার | ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
পরিষ্কার আকাশ সর্বনিম্ন ২০°/২৯° সর্বাধিক ১০ পাতা

আহত
পেশিতে টান, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছেন হৃত্বিক রোশন
৮

ফলাফল
ঘোষণা
সরস্বতীর সেরা স্কুল ২০২৪
৭

২১শে সন্ধ্যায় প্রার্থনা, ২২শে সমাবেশ কেজরি ও মানের সঙ্গে

স্বর্ণমন্দিরে যাবেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা ও পাঞ্জাবের আবার হাতে হাত। লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির বিরোধিতায় একজোট হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের ডাকে অমৃতসর যাচ্ছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সন্ধ্যায় স্বর্ণমন্দিরে গিয়ে পুজো দেবেন তিনি। পরদিন দুপুরে আম আদমি পার্টির এক সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন মমতা। যেখানে উপস্থিত থাকবেন আপের দুই মুখ্যমন্ত্রী, দিল্লির অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান।

এমন একটি সময়ে এই সমাবেশ হতে যাচ্ছে, যখন দিল্লির সীমান্তে আবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছেন কৃষকরা। অন্যদিকে, বাংলায় তৃণমূল ও পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টি জানিয়ে দিয়েছে, কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও জোট নয়। তারা একাই লড়বে। কার্যত মমতার পথকেই অনুসরণ করেছেন কেজরিওয়ালরা। মমতা একধাপ এগিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, আঞ্চলিক দলগুলির নেতৃত্বেই বিজেপি বিরোধী সরকার হবে। তার নেতৃত্ব দেবে বাংলা।

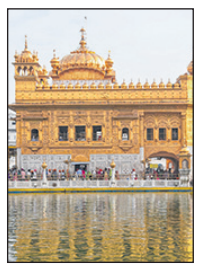

ঠিক এই প্রেক্ষাপটের উপর দাঁড়িয়ে অমৃতসরের মমতা সফর কৌতূহল তৈরি করেছে রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূল ও আপ দুই দলই কট্টর বিজেপি বিরোধী অবস্থান নিয়ে চলেছে। এর ফলে একদিকে যেমন দিল্লিতে অধ্যাদেশ দিয়ে সরকারের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলায় বন্ধ হয়েছে একশো দিন-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা। এর পর রয়েছে এজেন্সির চাপ। তৃণমূলের একাধিক নেতা হেফাজতে। অন্যদিকে, কেজরিকেও গ্রেপ্তারের চেষ্টা হচ্ছে। অদ্ভুত এই সমীকরণের মধ্যেই হাতে হাত মেলালেন মমতা ও কেজরি। তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক আগেও ছিল। এবার ভোটের আগে একদিকে বিজেপি অন্যদিকে কংগ্রেসকে বার্তা দিতে দুটি আঞ্চলিক শক্তি প্রাথমিকভাবে একসঙ্গে এল। স্বভাবতই মমতার এই পাঞ্জাব সফর বাড়তি মাত্রার সৃষ্টি করেছে দিল্লির রাজনৈতিক মহলে।

স্বর্ণমন্দিরে যাওয়ার আমন্ত্রণ দীর্ঘদিন ধরেই মমতার কাছে রয়েছে। কিন্তু কাজের চাপে সময় করে উঠতে পারছিলেন না। কেজরির সমাবেশে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ আসতেই একই সঙ্গে দুই কর্মসূচি সেরে নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি রয়েছে, তেমনই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, একশো দিনের কাজে বেতন না পাওয়া বঞ্চিত ২১ লক্ষ মানুষের অ্যাকাউন্টে রাজ্যই টাকা দিয়ে দেবে ওইদিনই। ঘটনাচক্রে ওইদিনই মমতার অমৃতসর যাত্রা। সূত্রের খবর, দুটো কর্মসূচি সেরেই পাঞ্জাবের উদ্দেশে রওনা হবেন মুখ্যমন্ত্রী।

কংগ্রেসকে তৃণমূল নেত্রী দুটি আসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সাড়া তো দেয়নি,

আটের পাতায়

■ হরিয়ানা-পাঞ্জাবের শম্ভু সীমানায় তুলকালাম। বুধবার। —পিটিআই

দাবিতে অনড় কৃষকরা, কেন্দ্রের অস্ত্র দমননীতিই

ড্রোন মোকাবিলায় ঘুড়ি ওড়ালেন বিক্ষোভকারীরা

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : যতক্ষণ না আন্দোলনরত কৃষকদের উপর কাঁদানে গ্যাস, জলকামান, গুলি ছোড়া বন্ধ হবে, ততক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে কোনও আলোচনা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের আলোচনার আবেদনের জবাবে এই কথা জানালেন আন্দোলনরত কৃষক নেতারা।

মাস দুয়েক বাদেই শুরু হয়ে যাওয়ার কথা লোকসভা নির্বাচন। তার আগে ড্যামেজ কন্ট্রোল করে কৃষকদের বুঝিয়ে বাড়ি পাঠাতে তৎপর কেন্দ্র। যদিও অন্নদাতাদের এই মুহূর্তে যা মুড, তাতে নরেন্দ্র মোদির সরকারের এই স্বপ্নভঙ্গ হতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। উল্টে অমিত শাহের পুলিশ যেভাবে কৃষকদের ঠেকাতে নির্মমতার যাবতীয় সীমা পার করছে, তাতে আসন্ন নির্বাচনে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে এনে দিচ্ছে নরেন্দ্র মোদি অ্যান্ড কোং-কে। আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে নির্বাচনের আগে কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে রীতিমতো বেকায়দায় মোদি সরকার।

■ মিছিল রুখতে রাস্তা কাটা। দিল্লির সিঙ্ঘু সীমানায় বুধবারের ছবি।

নির্বাচনের আগে কিছুতেই দু বছর আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দিতে চায় না কেন্দ্র। কৃষকদের সামনে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতির দেশনায়ককে। কিছুতেই আর সেই ছবি দেখতে চাইছে না বিজেপি। তাও আবার নির্বাচনের আগে। তাই অঙ্কুরেই আন্দোলন শেষ করে দিতে চাইছে তারা। যার ফলশ্রুতি হিসাবে পাঞ্জাব-হরিয়ানার শম্ভু সীমানায় নিরীহ অন্নদাতাদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী, অনুপ্রবেশকারীদের মতো আচরণ চালাচ্ছে বিজেপি শাসিত হরিয়ানা সরকার ও কেন্দ্র সরকার। একদিকে নির্মমতা, বর্বরতার যাবতীয় সীমা লঙ্ঘন করে আন্দোলনকারীদের হাঁটুতে কাঁপুনি ধরাতে চাইছে কেন্দ্র, অন্যদিকে ড্যামেজ কন্ট্রোলে এগিয়ে আসছেন অনুরাগ ঠাকুররা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৃষকদের উদ্দেশে বলেন, "আলোচনার মাধ্যমে কাতার থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রাক্তন নৌসেনাদের ফেরানো গিয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে হাজার হাজার ভারতীয়কে ফেরানো গিয়েছে। তাহলে এই সমস্যারও সমাধান হবে। কৃষক ভাইদের অনুরোধ, আপনারা আলোচনায় বসুন।" একটি সূত্রের খবর অনুযায়ী, প্রথম দু দফার বৈঠক থেকে রফাসূত্র না মেলায় বৃহস্পতিবার দুপুরে কৃষকদের ফের আলোচনায় ডেকেছে কেন্দ্র। যদিও কৃষকনেতা জগজিৎ সিং ধালেওয়াল জানিয়েছেন, "একদিকে ওরা আমাদের উপর গোলাগুলি ছুড়বে, অন্যদিকে শান্তি প্রস্তাবের ডাক দেবে। তা একসঙ্গে চলতে পারে না।"

এদিন মোবাইলে পুলিশি বর্বরতায় আহত এক কৃষক তথা প্রাক্তন সেনাকর্মী গুরমীত সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেন রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার থেকে বিহারে ফের শুরু হচ্ছে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। সূত্রের খবর, সেখানে বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন রাহুল। এরই মাঝে ২০১০ রাজ্যসভায় স্বামীনাথন কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা সংক্রান্ত এক প্রশ্নে তৎকালীন মনমোহন সরকারের অবস্থান সামনে এনে কংগ্রেসের দ্বিচারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের সাংসদ প্রকাশ জাওড়েকরের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্র জানিয়েছিল ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) সম্পর্কিত প্রস্তাবকে তখনই বাস্তবায়িত করা হচ্ছে না। এই নিয়েই কটাক্ষ শুরু করেছে বিজেপি। জবাবে কংগ্রেস জানিয়েছে, ২০১টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৭৫টিই মেনে নিয়েছিল তাদের

আধাসেনার গুলিতে মৃত মেইতেই যুবক, ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর

ইম্ফল: লোকসভা ভোট এগিয়ে আসছে। আর এই সময়েই মোদি সরকারকে রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলে দিয়ে ফের অশান্ত হয়ে উঠল মণিপুর। রাজ্য পুলিশ, বিএসএফ, অসম রাইফেলসের পর এ বার ক্ষিপ্ত জনতার হামলার লক্ষ্য হল আধাসেনা বাহিনী ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন (আইআরবি)। উত্তপ্ত রাজ্যটির পরিস্থিতি ধামাচাপা দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া গত কয়েক মাস ধরে মোদি সরকার চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে যে কোনও কাজ হয়নি সেটাই প্রকাশ্যে চলে আসছে বার বার। তাছাড়া অন্য রাজ্যের কোনও ছোট-মাঝারি ঘটনাতেও যেখানে বিজেপি নেতৃত্ব ঝাঁপিয়ে পড়ছে সমালোচনা করতে, সেখানে মণিপুর সমাধানে কেন বিজেপি মুখে কুলুপ এঁটে আছে তা নিয়েও নতুন করে সরব হয়ে উঠতে শুরু করেছে বিরোধী দলগুলি।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাজধানী ইম্ফলের চিঙ্গারেল তেজপুরের আইআরবি পঞ্চম ব্যাটেলিয়নের একটি চৌকিতে হামলা চালায় সশস্ত্র জনতা। চৌকিতে মোতায়েন জওয়ানরাও পাল্টা গুলি চালান। এক জন নিহত হয়েছেন সংঘর্ষে। নিহতের নাম ওক্রাম সনাতন। ২৪ বছরের ওই যুবক পূর্ব ইম্ফল জেলার পাঙ্গেই ওক্রাম লেইকাই এলাকার বাসিন্দা। গুরুতর আহত হয়েছেন দুজন। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, মণিপুরে ২০২২ সালের ৩ মে ছাত্র সংগঠন 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর' (এটিএসইউএম)-এর কর্মসূচি ঘিরে অশান্তির সূত্রপাত হয়। মণিপুর হাই কোর্ট মেইতেইদের তফসিলি জনজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করার নির্দেশ দেয়। এর পরেই জনজাতি সংগঠনগুলি তার বিরোধিতায় পথে নামে। আর সেই ঘটনা থেকেই মণিপুরের আদি বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেইতেই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কুকি জো-

আটের পাতায়

সন্দেশখালি অভিযান স্থগিত করে সুকান্ত হাসপাতালে

পরিকল্পিত মিথ্যা অভিযোগ, বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার শিবুর

■ শিবু হাজরা। ছবি : ইন্টারনেট

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো : সন্দেশখালি কাণ্ডে বিরোধীদের অভিযোগের জেরে 'ভিলেন' আপাতত তিনি-ই। বিরোধীদের আনা সন্ত্রাস ও অত্যাচারের যাবতীয় অভিযোগ তাঁরই বিরুদ্ধে। বিজেপি ও সিপিএমের সেই একতরফা আক্রমণের জবাব দিতে অবশেষে সংবাদ মাধ্যমে মুখ খুললেন তৃণমূলের সন্দেশখালি-২ নম্বর ব্লকের সভাপতি তথা জেলা পরিষদ সদস্য শিবপ্রসাদ ওরফে শিবু হাজরা। বুধবার সরস্বতী পুজোর দুপুরে সেই শিবুকেই দেখা গেল টিভি চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে হাজির হয়ে পাল্টা তোপ দিতে, ''সবই ভিত্তিহীন অভিযোগ। এর পিছনে রয়েছেন সিপিএমের নিরাপদ সর্দার এবং বিজেপির বিকাশ সিংহ। ওঁরাই মানুষকে উত্ত্যক্ত করছেন। আমাদের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছেন। পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে।''

তৃণমূল নেতার 'পরিকল্পিত মিথ্যা' অভিযোগের তত্ত্ব এদিন কিছুটা জোর পেয়েছে পুলিশের সঙ্গে বচসা-ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায়। এদিন টাকিতে ইছামতী নদীর তীরবর্তী একটি রিসর্ট থেকে সদলবলে সন্দেশখালি যেতে বেরিয়েছিলেন সুকান্ত। কিন্তু সেখানে ১৪৪ ধারা জারি থাকায় তাঁদের যেতে দেওয়া হবে না বলে জানায় পুলিশ। এরপরই বিজেপি রাজ্য সভাপতি এবং কর্মীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয় পুলিশের। এসবের মধ্যেই পুলিশের গাড়ির বনেটে উঠে যান সুকান্ত। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গাড়িতে উঠেই তিনি অচেতন হয়ে পড়ে যান। পুলিশের গাড়িতে করে তাঁকে বসিরহাট স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে অক্সিজেন-সহ প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর কলকাতায় নিয়ে এসে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে আইসিইউ-তে রাখা হয়েছে সুকান্তকে। অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। রাজ্য বিজেপি সভাপতির অসুস্থতার খবর পেয়েই দিল্লি সফর কাটছাঁট করে রাতেই তড়িঘড়ি কলকাতা ফিরে আসেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সূত্রের খবর, দিল্লি গেলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দেখা পাননি বোস। শাহর দপ্তরে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েই কলকাতার বিমান ধরেছেন তিনি।

সুকান্ত মজুমদারের অসুস্থতার খবরের মাঝেই সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় দেওয়া এদিনের বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে শিবু হাজরা দাবি করেন, "বাম আমলে সন্দেশখালিতে দিনে দুপুরে মার্ডার হত। সিপিএমের প্রাক্তন এমএলএ নিরাপদ সর্দার, অবনী রায়রা আমাদের বাড়িতেও ঘুমোতে দিত না। আতঙ্কে রাতের পর রাত নদীর পাড়ে ঘুমোতে হত। এখন তো ওরা এলাকায় শান্তিতে বসবাস করতে পারছে।'' তাঁর কথায়, ''রাজনৈতিক জমি ফিরে পাওয়ার কোনও জায়গা পাচ্ছে না সিপিএম।

নয়ের পাতায়

চোপড়া গেল শিশু সুরক্ষা কমিশন, আজ বোসের কাছে যাচ্ছে তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, রায়গঞ্জ: চোপড়া সীমান্তে মৃত শিশুদের পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের শাসক দল দাঁড়ালেও কেন্দ্র নীরব। রাজ্য ইতিমধ্যে তিন লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তিন লক্ষ টাকা করে মৃতদের পরিবারপিছু দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের নীরবতায় ক্ষুব্ধ এখানকার গ্রামের মানুষজন। এরমধ্যেই আজ বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের কাছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল দেখা করবে। বুধবার চোপড়ার গ্রামে যান তৃণমূলের নেতৃত্ব। সেখানে এখনও বিএসএফের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে।

এদিন রাতে চোপড়ার সীমান্তে চেতনাগছে পৌঁছে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল মৃত শিশুদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে। ফেরার পথে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, "শিশুমৃত্যুতে বিএসএফ কখনওই দায় এড়াতে পারে না। সীমান্তে এতবড় নালা তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু সেই বিষয়ে কোনও সাইনবোর্ড লাগানো উচিত ছিল। স্থানীয় প্রশাসন মহলের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল।" পাশাপাশি তুলিকাদেবী আরও বলেন, "চোপড়ায় রাজ্যপালের পরিদর্শন করা উচিত। সন্দেশখালি যেতে পারলে, রাজ্যপালের এখানেও আসা উচিত।" অন্যদিকে বিএসএফের গাফিলতিতে চার শিশুর মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে বুধবারও বাংলাদেশ সীমান্ত উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার চেতনাগছের কাঁটাতারের এপারে জেলা তৃণমূলের নেতৃত্বে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে সীমান্তবাসীদের ধরনা বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ কানাইয়ালাল আগরওয়াল মৃতদের পরিবারের হাতে তিন লক্ষ টাকা করে মোট ১২ লক্ষ টাকার চেক চার পরিবারের তুলে দেন। তিনি বলেন, "বিএসএফের ভুলেই সীমান্ত গ্রামের নিরীহ চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

নয়ের পাতায়

■ বাড়ির সরস্বতী পুজোয় সপরিবার পুষ্পাঞ্জলি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার।

এক ঝলক

রাজ্যে সবচেয়ে বেশি বাহিনী

■ **নয়াদিল্লি :** লোকসভা ভোটে বাংলার জন্যই সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে লোকসভা ভোটের জন্য বাহিনী চাওয়া হয়েছে। তাতে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে বাংলার জন্য ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী কমিশনের প্রয়োজন। ভোট ঘোষণা হলে জানা যাবে ক'দফায় রাজ্যে ভোট হচ্ছে। বাহিনীর পরিমাণ দেখে রাজনৈতিক মহলের ধারণা এবার রাজ্যে এক বা দু'ফায় ভোট হতে পারে। অতীতে কোনও ভোটে রাজ্যের জন্য এত বাহিনী চায়নি কমিশন। কমিশনে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী চাওয়ায় সন্তুষ্ট বিজেপি। প্রতিক্রিয়া দিতে চায়নি তৃণমূল।

আজ কংগ্রেস, সিপিএম কথা

■ **কলকাতা :** রাজ্যে আসনরফা নিয়ে আজ, বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসছে কংগ্রেস ও সিপিএম নেতৃত্ব। তৃণমূল রাজ্যে একা চলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কংগ্রেস ও সিপিএম আসন বোঝাপড়ায় উদ্যোগী হয়েছে। আজ বহরমপুরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরির সঙ্গে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বৈঠক হওয়ার কথা।

বিধানসভা আজ সরাসরি

■ **কলকাতা :** আজ, বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছেন অধ্যক্ষ। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে আজ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও রয়েছে।

রায়বরেলিতে প্রিয়াঙ্কার দাঁড়ানোর জল্পনায় আরও ইন্ধন

রাজস্থান থেকে রাজ্যসভায় সোনিয়া

■ জয়পুরে মনোনয়ন সোনিয়া গান্ধীর। রয়েছেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কাও। বুধবার।

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : তিনি ক্লান্ত। শারিরীকভাবে অসুস্থ। তাই শাশুড়ি ইন্দিরা গান্ধীর ছেড়ে যাওয়া রায়বরেলি থেকে আর লোকসভা প্রার্থী হবেন না তিনি। এবার প্রার্থী হচ্ছেন রাজ্যসভায়। রাজস্থান থেকে রাজ্যসভায় যাচ্ছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী। বুধবার কংগ্রেসের তরফে তাঁর নাম ঘোষণার পরই জয়পুরে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। কংগ্রেস সূত্রের খবর, এবার মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে ঠাকুরমা ও মায়ের দায়িত্ব পালন করতে রায়বরেলি পাঠানো হবে। আবার গত ছ'বছর বাংলা থেকে সাংসদ থাকা অভিষেক মনু সিংভিকে হিমাচল প্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করল কংগ্রেস। অন্যদিকে, গুজরাত থেকে রাজ্যসভায় প্রার্থী হচ্ছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। আর ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের সমর্থনে ফের সেখান থেকে রাজ্যসভায় প্রার্থী হলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তবে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হল গেরুয়া শিবিরের মহারাষ্ট্রের তালিকা। সেখানে বিজেপির প্রার্থী হলেন মঙ্গলবারই বিজেপিতে যোগ দেওয়া মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী অশোক চ্যবন।

বুধবার সকালেই কংগ্রেস রাজ্যসভার ভোটের জন্য চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। বিহার এবং মহারাষ্ট্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে অখিলেশপ্রসাদ সিং এবং চন্দ্রকান্ত হান্ডোরেকে। অখিলেশ বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। চন্দ্রকান্ত মুম্বইয়ের প্রাক্তন মেয়র এবং মহানগর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। সেইসঙ্গে জানানো হয়েছে, সোনিয়া গান্ধী অসুস্থ।

নয়ের পাতায়